



মোগলমারি বৌদ্ধবিহার: স্থাপত্যকলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংরক্ষণ-সংকট ও রক্ষণাবেক্ষণের পুনর্বিবেচনা

Amiya Kumar Sing

Assistant Teacher of Hatgacha Haridas Vidyapith (HS), Newtown, Kolkata

Email: [singhamiya142@gmail.com](mailto:singhamiya142@gmail.com)

সারাংশ:

পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার মোগলমারি বৌদ্ধবিহার প্রাচীন বঙ্গের ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রত্নস্থাপত্য, আঞ্চলিক শিল্পরীতি এবং বৌদ্ধ ধর্মীয় নেটওয়ার্কের একটি গুরুত্বপূর্ণ বস্তুগত সাক্ষ্য। বহুদিন ধরে গ্রামীণ লোকস্মৃতি, ভগ্ন টিলা এবং অচিহ্নিত ইটের স্তূপের মধ্যে আড়ালে থাকা এই প্রত্নক্ষেত্র খননের মাধ্যমে উন্মোচিত হওয়ার পর স্পষ্ট হয়েছে যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ কেবল সীমান্তভূমি ছিল না; বরং এটি ছিল ধর্মীয় যোগাযোগ, মঠ-সংস্কৃতি, আচার, শিল্প ও আঞ্চলিক ঐতিহ্যের এক সক্রিয় ক্ষেত্র।<sup>১ ২</sup>

মোগলমারিতে ২০০২-০৩ সাল থেকে শুরু হওয়া খননে একটি বৌদ্ধবিহার-কমপ্লেক্স, কোষকক্ষ, বৃত্তাকার স্তূপভিত্তি, স্টুকো অলংকৃত প্রাচীর, বুদ্ধমূর্তি, ভোটিভ ট্যাবলেট, প্রদক্ষিণপথ এবং কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামোর উপস্থিতি প্রতীয়মান হয়েছে।<sup>৩ ৪</sup> এই প্রবন্ধে মোগলমারির স্থাপত্যকে কেবল প্রত্নতাত্ত্বিক অবশেষ হিসেবে নয়, বরং এক বৃহত্তর ঐতিহাসিক প্রক্রিয়ার দলিল হিসেবে বিচার করা হয়েছে।

এখানে দেখানো হয়েছে যে, দাঁতনের মোগলমারির স্থাপত্যে গুপ্তোত্তর ও পালীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যধারার প্রভাব থাকলেও এর নির্মাণে স্থানীয় পরিবেশ, বঙ্গ-উড়িয়া সংযোগভূমির ভূগোল, ইট-নির্ভর প্রযুক্তি এবং স্টুকো-অলংকরণের নিজস্ব রূপ এক স্বতন্ত্র আঞ্চলিক শৈলী নির্মাণ করেছে।<sup>৫ ৬ ৭</sup> গবেষণার মূল লক্ষ্য হল—(১) মোগলমারির স্থাপত্য কোন ঐতিহাসিক ধারার উত্তরাধিকার বহন করে, (২) এর শিল্প-অলংকরণ ও ধর্মীয় প্রতীকী ভাষা প্রাচীন বঙ্গের বহুসাংস্কৃতিক বাস্তবতাকে কীভাবে প্রতিফলিত করে, এবং (৩) বর্তমান সংরক্ষণ-সংকট মোকাবিলায় কী ধরনের রক্ষণাবেক্ষণ-দর্শন প্রয়োজন।

ঐতিহাসিক-ব্যাখ্যামূলক, তুলনামূলক এবং প্রত্নতাত্ত্বিক-পাঠ পদ্ধতি অনুসরণ করে এই নিবন্ধে যুক্তি দেওয়া হয়েছে যে মোগলমারি কোনও “প্রাস্তিক” বৌদ্ধ নিদর্শন নয়; বরং এটি বঙ্গ বৌদ্ধ উপস্থিতির ভূগোল, আঞ্চলিক শিল্পচর্চা এবং ঐতিহ্য-সংরক্ষণবিষয়ক সমকালীন চর্চায় একটি কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে।<sup>৮ ৯</sup>

**সূচক শব্দ:** মোগলমারি; বৌদ্ধবিহার; প্রত্নতত্ত্ব; স্থাপত্য; স্টুকো অলংকরণ; পালয়ুগ; বৌদ্ধধর্ম; পশ্চিম মেদিনীপুর।

ভূমিকা:

ভারতীয় বৌদ্ধ ইতিহাসের আলোচনায় নালন্দা, বিক্রমশীলা, সোমপুর, ময়নামতী, জগদল ইত্যাদি সুপরিচিত কেন্দ্রগুলি প্রাধান্য পায়; কিন্তু এই বৃহৎ প্রতিষ্ঠানগুলির বাইরে আঞ্চলিক মঠ, ধর্মীয় কেন্দ্র ও প্রত্নস্থাপত্যের ভূমিকা অনেক সময় আড়ালে থেকে যায়। পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত দাঁতনের মোগলমারি সেই “আড়ালভূমি”র এক গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ।<sup>১০</sup>

মোগলমারির গুরুত্ব তিনটি স্তরে উপলব্ধি করা যায়। প্রথমত, এটি প্রমাণ করে যে পশ্চিম মেদিনীপুর ও তার সংলগ্ন অঞ্চল প্রাচীন ও আদি-মধ্যযুগীয় বৌদ্ধ ভূগোলের বাইরে ছিল না। দ্বিতীয়ত, এটি দেখায় যে ইট-নির্ভর স্থাপত্য, স্টুকো অলংকরণ, কোষকক্ষ ও অঙ্গন-ভিত্তিক মঠ-পরিকল্পনা এই অঞ্চলে সুসংগঠিতভাবে বিকশিত হয়েছিল। তৃতীয়ত, এটি ইতিহাসচর্চায় “কেন্দ্র বনাম প্রান্ত” ধারণাকে পুনর্বিবেচনা করতে বাধ্য করে।<sup>11 12</sup>

মোগলমারির খননকার্যে যে সব উপাদান উন্মোচিত হয়েছে—যেমন সাখিসেনার টিবি (MGM1), বৃত্তাকার স্তূপভিত্তি (MGM2), দীর্ঘ স্টুকো-অলংকৃত প্রাচীর, বুদ্ধমূর্তি, ভোটিভ ট্যাবলেট, প্রদক্ষিণপথ এবং কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামো—এসবই নির্দেশ করে যে এটি ছিল কেবল আবাসিক বিহার নয়; বরং উপাসনা, আচার, দান, শিক্ষা এবং চিত্রভাষার সমন্বিত ধর্মীয় পরিসর।<sup>13</sup>

#### গবেষণা-সমস্যা:

মোগলমারি সম্পর্কে আলোচনা প্রায়শই প্রত্নআবিষ্কারের স্তরে সীমাবদ্ধ থাকে; কিন্তু এর স্থাপত্য-পরিকল্পনা, ধর্মীয় ব্যবহার, আঞ্চলিক শিল্পভাষা এবং বৃহত্তর পূর্বভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যের সঙ্গে তুলনামূলক সম্পর্ক নিয়ে পর্যাপ্ত ব্যাখ্যামূলক আলোচনা তুলনামূলকভাবে সীমিত। সুতরাং প্রশ্ন ওঠে—মোগলমারির স্থাপত্য কি বৃহত্তর বৌদ্ধ স্থাপত্য-ঐতিহ্যের কেবল একটি অনুকরণ, নাকি এটি নিজস্ব আঞ্চলিক শৈলী ও ঐতিহাসিক অভিজ্ঞতার ফসল?<sup>14</sup>

#### গবেষণার উদ্দেশ্য:

1. মোগলমারি বৌদ্ধবিহারের স্থাপত্যের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট নিরূপণ করা।
2. এর পরিকল্পনা, নির্মাণপ্রযুক্তি, কক্ষবিন্যাস, অলংকরণ ও প্রতীকী ভাষা বিশ্লেষণ করা।
3. পূর্বভারতীয় বৌদ্ধ স্থাপত্য—বিশেষত: নালন্দা, সোমপুর, শালবন বিহার প্রভৃতির সঙ্গে তুলনা করে মোগলমারির অবস্থান নির্ধারণ করা।
4. প্রত্নস্থলটির বর্তমান সংরক্ষণ-সংকট ও রক্ষণাবেক্ষণ-দর্শন নিয়ে সুসংহত মত প্রদান করা।

#### পদ্ধতি:

এই গবেষণায় ঐতিহাসিক-সমালোচনামূলক (Historical-Critical) এবং প্রত্ন-ব্যাখ্যামূলক (Archaeological-Interpretive) পদ্ধতির সমন্বয় করা হয়েছে। গবেষণার মূল উপাদান হিসেবে ব্যবহার করা হয়েছে—

মোগলমারি সংক্রান্ত উৎখনন-প্রতিবেদন, গবেষক ও প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রবন্ধ, বাংলার বৌদ্ধ স্থাপত্য ও আঞ্চলিক ইতিহাস বিষয়ক গৌণ গ্রন্থ, সংরক্ষণ ও Heritage Management সংক্রান্ত আলোচ্য উপাদান,

পদ্ধতিগতভাবে এই প্রবন্ধে তিনটি মাত্রা একত্রে বিবেচনা করা হয়েছে—

(ক) স্থাপত্য বিশ্লেষণ,

(খ) ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত নির্ধারণ,

(গ) সংরক্ষণ-সমালোচনা।

অতএব, এটি নিছক প্রত্নবস্তুর তালিকা নয়; বরং একটি ঐতিহাসিক ব্যাখ্যামূলক প্রয়াস।

#### পূর্ববর্তী গবেষণা ও ইতিহাসচর্চা:

মোগলমারি নিয়ে নিয়মিত ও পদ্ধতিগত গবেষণার সূত্রপাত মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের পর। এই প্রসঙ্গে অশোক দত্ত এবং তাঁর সহকর্মীদের কাজ অগ্রগণ্য। তাঁদের উৎখনন-প্রতিবেদন মোগলমারির স্থাপত্য-পরিকল্পনা, গঠন, স্তরবিন্যাস এবং প্রত্নবস্তুর প্রাথমিক বৈজ্ঞানিক বর্ণনা প্রদান করে।

পরবর্তী পর্যায়ে সুহৃদ শংকর চট্টোপাধ্যায় মোগলমারির সাংস্কৃতিক ও শিল্পঐতিহাসিক তাৎপর্যকে বৃহত্তর বৌদ্ধ ঐতিহ্যের পরিসরে ব্যাখ্যা করেন। একই সঙ্গে বিভিন্ন গবেষণাপত্রে মোগলমারিকে দণ্ডভুক্তি / দাঁতন উপকূলীয় বাণিজ্যপথ, এবং দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার আদি-মধ্যযুগীয় ইতিহাস-এর সঙ্গে সংযুক্ত করে দেখানো হয়েছে।

তবে অধিকাংশ পূর্ববর্তী আলোচনায় দুটি সীমাবদ্ধতা লক্ষণীয়—

প্রথমত, প্রত্ননিদর্শনের বর্ণনা থাকলেও তার স্থাপত্য-অর্থ বা স্থানীয় অভিযোজন নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ কম;

দ্বিতীয়ত, সংরক্ষণ ও রক্ষণাবেক্ষণের প্রকৃতি সাধারণত গবেষণার প্রান্তে থেকে গেছে।

এই প্রবন্ধে সেই শূন্যস্থান পূরণের চেষ্টা করা হয়েছে।

### মোগলমারির ভৌগোলিক অবস্থান ও ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

মোগলমারি বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন অঞ্চলে অবস্থিত, যা ঐতিহাসিকভাবে বঙ্গ ও উড়িষ্যার সংযোগভূমির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। এর অবস্থান এমন এক ভূপ্রকৃতিগত অঞ্চলে, যেখানে স্থলপথ, নদীপথ এবং উপকূল-সংলগ্ন যোগাযোগ ব্যবস্থার সমন্বয় প্রাচীনকাল থেকেই বিদ্যমান ছিল। এই ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য মোগলমারিকে একটি বিচ্ছিন্ন গ্রামীণ বসতি হিসেবে নয়, বরং একটি আঞ্চলিক সংযোগ-ক্ষেত্র হিসেবে ভাবতে সাহায্য করে।

দক্ষিণ-পশ্চিম বাংলার এই অঞ্চলকে বহু গবেষক দণ্ডভুক্তি-সংলগ্ন ঐতিহাসিক পরিসরের মধ্যে স্থাপন করেছেন। দণ্ডভুক্তি ছিল আদি-মধ্যযুগীয় পূর্ব ভারতের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মানচিত্রে একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। অন্যদিকে, নিকটবর্তী তাম্রলিঙ্গ-এর মতো বন্দর-সংযুক্ত অঞ্চলগুলি বঙ্গের ধর্মীয় ও বাণিজ্যিক যোগাযোগের ক্ষেত্রে আরও বিস্তৃত করেছিল। ফলে মোগলমারির মতো একটি বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান এই অঞ্চলে গড়ে ওঠা ইতিহাসসম্মতভাবেই সম্ভব।

এই প্রেক্ষিতে মোগলমারিকে কেবল “একটি বৌদ্ধবিহার” হিসেবে না দেখে উপকূল-সংলগ্ন বৌদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অংশ হিসেবে পড়া অধিক যুক্তিযুক্ত।

### হাইপোথিসিস:

এই গবেষণার হাইপোথিসিস হলো:

\*\*মোগলমারি বৌদ্ধবিহারের স্থাপত্য প্রাচীন বঙ্গের কোনও প্রান্তিক বা বিচ্ছিন্ন প্রত্নাবশেষ নয়; বরং এটি ছিল এক সক্রিয় আঞ্চলিক বৌদ্ধ-সাংস্কৃতিক কেন্দ্র, যার নির্মাণে গুপ্তোত্তর-পালীয় বৌদ্ধ স্থাপত্যধারা, বঙ্গ-উড়িষ্যা সংযোগভূমির সাংস্কৃতিক ভূগোল এবং স্থানীয় ইট-নির্ভর প্রযুক্তির সৃজনশীল সমন্বয় ঘটেছিল।\*\*<sup>16</sup>

### ১. ঐতিহাসিক ও ভৌগোলিক প্রেক্ষাপট: দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের সাংস্কৃতিক করিডর

মোগলমারি বর্তমান পশ্চিম মেদিনীপুর জেলার দাঁতন-। ব্লকের অন্তর্গত। ভৌগোলিকভাবে এটি বঙ্গ ও উড়িষ্যার সংযোগভূমিতে অবস্থিত—যা একে ঐতিহাসিকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ চলাচল-পথে পরিণত করেছে। সুভর্ণরেখা নদীর নিকটবর্তী অবস্থান, তাম্রলিঙ্গ বন্দরের ঐতিহাসিক প্রভাব, কলিঙ্গ ও রাঢ়ভূমির সংযোগ—সব মিলিয়ে এই অঞ্চলটি প্রাচীনকাল থেকেই বাণিজ্য, তীর্থ, ধর্মীয় যাতায়াত ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের জন্য উপযোগী ছিল।<sup>17 18</sup>

চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন ও হিউয়েন সাং-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে বঙ্গ ও তাম্রলিঙ্গ অঞ্চলে একাধিক বৌদ্ধ মঠের উল্লেখ ইতিহাসচর্চায় দীর্ঘদিন আলোচিত। যদিও সরাসরি “মোগলমারি”কে সেসব বিবরণে চিহ্নিত করা সতর্কতার দাবি রাখে, তবু মোগলমারির আবিষ্কার দেখায় যে দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গ বৌদ্ধ ভূদৃশ্যের বাইরে ছিল না।<sup>19</sup>

### ২. আবিষ্কার, খনন ও প্রত্নতাত্ত্বিক উন্মোচন

মোগলমারির প্রত্নতাত্ত্বিক গুরুত্ব বৈজ্ঞানিকভাবে সামনে আসে ২০০২-০৩ সালে, যখন কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক অশোক কুমার দত্ত-এর নেতৃত্বে প্রথম পর্যায়ের খনন শুরু হয়।<sup>20</sup> MGM1, MGM2 ও পরবর্তী পর্যায়ে

MGM3-এ খননে ইটের প্রাচীর, কোষকক্ষ, বৃত্তাকার স্তূপভিত্তি, দীর্ঘ স্টুকো-অলংকৃত প্রাচীর, বুদ্ধমূর্তি, ভোটিভ ট্যাবলেট ও প্রদক্ষিণপথ আবিষ্কৃত হয়।<sup>21 22</sup>

এই প্রত্নতাত্ত্বিক উন্মোচন মোগলমারিকে কেবল “একটি সাইট” থেকে “একটি ঐতিহাসিক প্রতিষ্ঠান”-এ উন্নীত করে।

### ৩. স্থাপত্য-পরিকল্পনা: বিহার, অঙ্গন ও ধর্মীয় চলাচলের রূপরেখা

মোগলমারির স্থাপত্যের কেন্দ্রীয় বৈশিষ্ট্য হল এর অঙ্গনকেন্দ্রিক বিহার-পরিকল্পনা। প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ অনুসারে, একটি চতুষ্কোণ বা প্রায়-চতুষ্কোণ প্রাঙ্গণকে ঘিরে চারপাশে সারিবদ্ধ কোষকক্ষ ছিল। এই বিন্যাস ভারতীয় বৌদ্ধ মঠ-স্থাপত্যে সুপরিচিত; নালন্দা, শালবন বিহার, সোমপুর মহাবিহার এবং পূর্বভারতের আরও কিছু বিহারে অনুরূপ রূপ দেখা যায়।<sup>23 24</sup>

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ উপাদান হল প্রদক্ষিণপথ। প্রদক্ষিণপথের উপস্থিতি নির্দেশ করে যে, এই স্থাপত্যে ritual movement বা আচারিক গমনপথের একটি পরিকল্পিত বিন্যাস ছিল। অর্থাৎ, মোগলমারি নিছক “থাকার জায়গা” নয়; বরং এটি এমন একটি sacred space, যেখানে হাঁটা, ঘোরা, প্রবেশ, প্রদক্ষিণ এবং দৃশ্যমান প্রতীকগুলির সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে তোলার মধ্য দিয়েই ধর্মীয় অভিজ্ঞতা নির্মিত হত।<sup>25</sup>

### ৪. নির্মাণপ্রযুক্তি ও উপকরণ: ইট, মাটি, স্টুকো ও আঞ্চলিক পরিবেশ

মোগলমারির স্থাপত্যে প্রধান নির্মাণউপাদান হল পোড়ামাটির ইট। বঙ্গীয় ভূপ্রকৃতিতে পাথরের স্বল্পতা এবং পলিমাটি-সমৃদ্ধ পরিবেশ ইট-নির্ভর স্থাপত্যকে দীর্ঘকাল ধরে উৎসাহিত করেছে।<sup>26</sup>

ইটের গাঁথুনির উপর প্লাস্টার/স্টুকো প্রয়োগ একটি গুরুত্বপূর্ণ নন্দনতাত্ত্বিক সিদ্ধান্ত। এটি বহির্ভাগকে কেবল প্রাচীর হিসেবে নয়, বরং দৃশ্যমান ভাষা হিসেবে নির্মাণ করে। স্টুকো-অলংকরণ যুক্ত প্রাচীর দেখায় যে, মোগলমারির স্থাপত্যে “surface articulation” বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ছিল।<sup>27</sup>

খনন-সারাংশে সিল্ট-স্তরের উপস্থিতি স্থানীয় প্রাকৃতিক পরিবেশের প্রভাব নির্দেশ করে। ফলে মোগলমারির নির্মাণপ্রযুক্তি প্রকৃতি ও সংস্কৃতির পারস্পরিক অভিযোজনের ফল।<sup>28</sup>

### ৫. স্টুকো, ভাস্কর্য ও অলংকরণ: দৃশ্যমান ধর্মীয়তার ভাষা

মোগলমারির শিল্প-ঐতিহাসিক গুরুত্বের মূল চাবিকাঠি এর স্টুকো অলংকরণ। দীর্ঘ প্রাচীরজুড়ে পুষ্পলতা, প্রাণী, মানবমূর্তি এবং অলংকারিক মোটিফের উপস্থিতি দেখায় যে এই বিহার ধর্মীয় অনুশীলনের পাশাপাশি নন্দনবোধসম্পন্ন একটি দৃশ্যমান জগৎও নির্মাণ করেছিল।<sup>29</sup>

বুদ্ধমূর্তি, ভোটিভ ট্যাবলেট এবং ধর্মীয় প্রতীকগুলির উপস্থিতি ধর্মীয় চর্চার বহুস্তরীয়তা নির্দেশ করে। ভোটিভ ট্যাবলেট ব্যক্তিগত দান, পুণ্যসঞ্চয়, তীর্থস্মৃতি বা আচারিক নিবেদনের সঙ্গে যুক্ত।<sup>30</sup> কিছু ট্যাবলেটে কেন্দ্রীয় বুদ্ধমূর্তি ও পার্শ্বে বোধিসত্ত্বের উপস্থিতি মোগলমারির ধর্মীয় আইকনোগ্রাফির পরিণত রূপের ইঙ্গিত দেয়।<sup>31</sup>

### ৬. গবেষকদের মতামত ও ইতিহাসচর্চায় মোগলমারির স্থান

অশোক কুমার দত্ত মোগলমারিকে “Pre-Pala Buddhist Monastic Complex” হিসেবে চিহ্নিত করার মাধ্যমে এর প্রাথমিক ঐতিহাসিক গুরুত্ব নির্ধারণ করেছেন।<sup>32</sup> তাঁর মতে, মোগলমারিতে অন্তত দুটি নির্মাণপর্যায় ছিল—একটি জাঁকজমকপূর্ণ স্টুকো-অলংকৃত পর্যায় এবং একটি পরবর্তী অপেক্ষাকৃত অবক্ষয়ী পর্যায়।<sup>33</sup>

সুহৃদ শংকর চট্টোপাধ্যায় মোগলমারিকে “লোকস্মৃতি থেকে প্রত্নআবিষ্কার”-এর এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে দেখিয়েছেন।<sup>34</sup>

এই সব ব্যাখ্যা একত্রে ইঙ্গিত করে যে মোগলমারি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ধর্মীয় ইতিহাসে একটি উপেক্ষিত কিন্তু কেন্দ্রীয় স্থান অধিকার করে।<sup>35</sup>

## ৭. তুলনামূলক প্রেক্ষাপট: নালন্দা, সোমপুর, শালবন ও মোগলমারি

মোগলমারিকে বোঝার জন্য তাকে বৃহত্তর বৌদ্ধ স্থাপত্য-ঐতিহ্যের সঙ্গে তুলনা করা জরুরি। নালন্দা-তে অঙ্গনকেন্দ্রিক বিহার, সারিবদ্ধ কোষকক্ষ ও শিক্ষাকেন্দ্রিক বিন্যাসের যে সুসংহত রূপ দেখা যায়, মোগলমারিতে তার একটি আঞ্চলিক প্রতিরূপের ইঙ্গিত মেলে।<sup>36</sup>

সোমপুর মহাবিহার-এর সঙ্গে তুলনা করলে কেন্দ্রীয় ধর্মীয় কাঠামো ও মঠ-অংশের সমন্বয়টি স্পষ্ট হয়। শালবন বিহার-এর সঙ্গে তুলনা করলে ইট-নির্ভর নির্মাণ, অঙ্গনকেন্দ্রিকতা ও ধর্মীয় ব্যবহারের সাদৃশ্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়।<sup>37,38</sup>

অতএব, মোগলমারি কোনও বৃহৎ কেন্দ্রের অনুকরণ নয়; বরং বৃহত্তর ধারার মধ্যে দাঁড়িয়ে নিজস্ব ভৌগোলিক, সাংস্কৃতিক ও নন্দনতাত্ত্বিক রূপ নির্মাণ করেছে।

## ৮. ধর্ম, সমাজ ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্য

একটি বৌদ্ধবিহার ইতিহাসে কেবল উপাসনাস্থল নয়; এটি আবাস, শিক্ষা, দান, পাণ্ডিত্য, শিল্পচর্চা, তীর্থ, এমনকি স্থানীয় অর্থনীতির সঙ্গেও সম্পর্কিত। মোগলমারির ক্ষেত্রেও এই বহুমাত্রিকতা অনুমেয়।<sup>39</sup>

কোষকক্ষ সংঘজীবনের ইঙ্গিত দেয়; ভোটিভ ট্যাবলেট ব্যক্তিগত ধর্মীয় অনুশীলন ও তীর্থ-সংস্কৃতির দিকটি সামনে আনে; অলংকরণ ও মূর্তিশিল্প দৃশ্যমান ধর্মীয়তার গুরুত্ব নির্দেশ করে।<sup>40</sup>

এই কারণে মোগলমারি দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গের ইতিহাসে নিছক “ধ্বংসাবশেষ” নয়; বরং এটি একসময়ের সক্রিয় ধর্মীয়-সামাজিক জীবনের বস্তুগত চিহ্ন।

## ৯. সংরক্ষণের বার্তা: অতীতকে উদ্ধার নয়, রক্ষা করাও ইতিহাসচর্চার অংশ

মোগলমারির মতো প্রত্নস্থল আবিষ্কার করা যত জরুরি, তার চেয়ে কম জরুরি নয় তাকে রক্ষা করা। খনন-পরবর্তী প্রত্নস্থলগুলির প্রধান বিপদ হল—উন্মুক্ত অবস্থায় দ্রুত অবক্ষয়। পোড়ামাটির ইট, স্টুকো, উন্মুক্ত প্রাচীর ও অলংকরণ বর্ষা, আর্দ্রতা, জলাবদ্ধতা, শ্যাওলা, উদ্ভিদের শিকড়, তাপমাত্রার ওঠানামা এবং মানুষের অনিয়ন্ত্রিত চলাচলে দ্রুত ক্ষতিগ্রস্ত হয়।<sup>41</sup>

মোগলমারির জন্য সংরক্ষণকে অন্তত পাঁচটি স্তরে ভাবা জরুরি—

1. বৈজ্ঞানিক রাসায়নিক সংরক্ষণ;
2. সুরক্ষা-শেড ও জলনিকাশী ব্যবস্থা;
3. সাইট-মিউজিয়াম, ব্যাখ্যাকেন্দ্র ও দ্বিভাষিক তথ্যপ্যানেল;
4. স্থানীয় অংশগ্রহণভিত্তিক Heritage Stewardship।

## সংরক্ষণের বার্তা তাই স্পষ্ট:

যে সমাজ তার প্রত্নঐতিহ্যকে চেনে না, সে সমাজ নিজের ইতিহাসও দীর্ঘদিন ধরে রাখতে পারে না।

## উপসংহার:

মোগলমারি বৌদ্ধবিহার প্রাচীন বঙ্গের ইতিহাসে এক গভীর তাৎপর্যপূর্ণ পুনরাবিষ্কার। এটি দেখায় যে, ইতিহাসের বহু গুরুত্বপূর্ণ স্তর গ্রামীণ স্মৃতি, অচিহ্নিত টিলা এবং মাটির নিচে চাপা পড়ে থাকলেও সেগুলি সম্পূর্ণ হারিয়ে যায় না। প্রত্নতত্ত্ব সেই নীরব স্তরগুলিকে দৃশ্যমান করে, আর ইতিহাসচর্চা তাদের অর্থ দেয়।<sup>42</sup>

এই গবেষণায় প্রতীয়মান হয়েছে যে, মোগলমারির স্থাপত্য—তার অঙ্গন, কোষকক্ষ, ইট-নির্ভর নির্মাণ, স্টুকো অলংকরণ, বুদ্ধমূর্তি, ভোটিভ ট্যাবলেট, প্রদক্ষিণপথ ও সম্ভাব্য কেন্দ্রীয় উপাসনাক্ষেত্র—সব মিলিয়ে এক বহুমাত্রিক ধর্মীয়-সামাজিক প্রতিষ্ঠানের রূপ বহন করে।<sup>43</sup>

একই সঙ্গে, মোগলমারি আমাদের একটি সমকালীন নৈতিক প্রশ্নের মুখোমুখি দাঁড় করায়—আমরা কি অতীতকে কেবল উদ্ধার করব, নাকি রক্ষা করব? যদি গবেষণা, সংরক্ষণ ও সামাজিক অংশগ্রহণ একসঙ্গে এগোয়, তবে মোগলমারি শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক স্থান নয়; এটি ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্যও ইতিহাস-শিক্ষার এক জীবন্ত ক্ষেত্র হয়ে উঠতে পারে।<sup>44</sup>

#### তথ্যসূত্র:

1. Asok Kumar Datta, *Excavations at Moghalmari: First Interim Report (2003–04 to 2007–08)* (Kolkata: The Asiatic Society, n.d.), pp3–12.
2. Suhrid Sankar Chattopadhyay, “Unearthing a Culture,” *Frontline*, 22 Feb. 2013.
3. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp13–28.
4. “Moghalmari,” *Wikipedia*, accessed 1 Apr. 2026.
5. Debala Mitra, *Buddhist Monuments* (Calcutta: Sahitya Samsad, 1971), pp95–118.
6. Susan L. Huntington, *The Art of Ancient India: Buddhist, Hindu, Jain* (New York: Weatherhill, 1985), pp229–248.
7. H. Sarkar, *Studies in Early Buddhist Architecture of India* (New Delhi: Archaeological Survey of India, n.d.), pp84–110.
8. নিহাররঞ্জন রায়, *বাঙালীর ইতিহাস: আদিপর্ব* (কলকাতা: দে’জ পাবলিশিং, বিভিন্ন সংস্করণ), pp 210–236.
9. Dinesh Chandra Sen, *Brihat Banga*, vol. I (Kolkata: বিভিন্ন সংস্করণ), pp150–178.
10. Ray, *বাঙালীর ইতিহাস*, 128–146.
11. Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization*, vol. I, pp201–225.
12. Chattopadhyay, “Unearthing a Culture.”
13. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp 29–41.
14. Mitra, *Buddhist Monuments*, pp119–136.
15. Sarkar, *Studies in Early Buddhist Architecture of India*, pp41–63.
16. Huntington, *The Art of Ancient India*, pp 250–266.
17. Ray, *বাঙালীর ইতিহাস*, pp 210–236.
18. “Excavation at Moghalmari: A Pre-Pala Buddhist Monastic Complex,” eBangla Library, accessed 1 Apr. 2026.
19. “Monasteries at Moghalmari,” *Drishti IAS*, 14 Jan. 2020.
20. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp3–12.
21. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp13–28.
22. “Moghalmari,” *Wikipedia*.

23. Mitra, *Buddhist Monuments*, pp 52–68.
24. Sarkar, *Studies in Early Buddhist Architecture of India*, pp 84–110.
25. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp13–28.
26. Ray, *বাঙালীর ইতিহাস*, pp277–304.
27. Huntington, *The Art of Ancient India*, pp250–266.
28. “Moghalmari,” *Wikipedia*.
29. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp29–41.
30. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp29–41.
31. Huntington, *The Art of Ancient India*, pp 229–248.
32. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp42–50.
33. “Excavations at Moghalmari: First Interim Report (2003–04 to 2007–08),” Bagchee Books.
34. Chattopadhyay, “Unearthing a Culture.”
35. Ray, *বাঙালীর ইতিহাস*, pp210–236.
36. Sarkar, *Studies in Early Buddhist Architecture of India*, pp84–110.
37. Mitra, *Buddhist Monuments*, pp 95–118.
38. Huntington, *The Art of Ancient India*, pp 180–205.
39. D.C Sircar, *Select Inscriptions Bearing on Indian History and Civilization*, pp 152–170.
40. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp 29–41.
41. Conservation logic based on exposed brick-and-stucco archaeological sites; compare Mitra, pp 119–136.
42. Chattopadhyay, “Unearthing a Culture.”
43. Datta, *Excavations at Moghalmari*, pp 13–41.
44. Mitra, *Buddhist Monuments*, pp 119–136.

**Citation:** Sing. A. K. ., (2026) “মোগলমারি বৌদ্ধবিহার: স্থাপত্যকলার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট, সংরক্ষণ-সংকট ও রক্ষণাবেক্ষণের পুনর্বিবেচনা”, *Bharati International Journal of Multidisciplinary Research & Development (BIJMRD)*, Vol-4, Issue-03, March-2026.